৭/৮/২০০৭

তারিখ ...............
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪......

দৈনিক জনকণ্ঠ

# ঢাবি ক্যাম্পাসে যে কোন মূল্যে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য প্রধান উপদেষ্টার আহ্বান

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে কোন মূল্যে শান্তিশৃঙ্খলা ও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্যদের একটি প্রতিনিধি দল গতকাল সোমবার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলে তিনি এই পরামর্শ দেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, যথাযথ শিক্ষার পরিবেশ না থাকলে সেশনজট আরও বাড়বে এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রভাব পড়বে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত পাঁচ বছরের একাডেমিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ লাগাতার ধর্মঘট কর্মসূচী চলাকালীন এই সময়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন। শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা এএসএম শাহজাহান এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'শ' ১৬ জন শিক্ষক এক বিবৃতিতে বর্তমান অচলাবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গত ২৯ জুলাই থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আহূত লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান অচলাবস্থা ও ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি জানাতে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্যরা গতকাল সোমবার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। উপাচার্যের গাড়ি ভাংচুরের ঘটনায় কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় সিন্ডিকেট প্রধান উপদেষ্টার কাছে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। দেশব্যাপী বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি ছাত্র সংগঠনের উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'শ' ১৬ জন শিক্ষক বিবৃতি দিয়েছেন। ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘটের নবম দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস পরীক্ষা হয়নি।

পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় সিন্ডিকেট সদস্যদের নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা লতিফুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। সিন্ডিকেট সদস্যরা এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহ্বানের মতো বাস্তবতা আছে কিনা সে বিষয়টি প্রধান উপদেষ্টাকে সবিস্তারে জানান। প্রায় দেড় ঘণ্টা স্থায়ী এই বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের গাড়ি ভাংচুরের সঙ্গে

*(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)*

## ঢাবি ক্যাম্পাসে *(১২-এর পাতার পর)*

জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সিন্ডিকেট সদস্যরা। আলোচনায় আন্তরিক পরিবেশ খানিকটা গরম হয়ে উঠলে উপাচার্য তার নির্বাচন প্রক্রিয়া ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর এ সম্পর্কিত বিধানসমূহ সবিস্তারে জানান। দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রতিক সময়ের সহিংসতা রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা দাবি জানান। প্রধান উপদেষ্টা সিনেট ও সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার পরামর্শ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যসহ আরও কয়েকটি ছাত্রসংগঠনের সাথে আলোচনা করেছে। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ছাত্রদলের দাবির বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। ছাত্রঐক্যের কোন রকম পরামর্শ ছাড়া ছাত্রদল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করায় তারা এবার বিপরীত অবস্থান নিয়েছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা শেষে কর্তৃপক্ষ দু'একদিনের মধ্যে পরিবেশ পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। পরিবেশ পরিষদের সভার পর সঙ্কট নিরসনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

ধর্মঘটের পক্ষে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করেছে। ছাত্রদলের সমাবেশে বক্তৃতা করেন সাহাবুদ্দীন লাল্টু, এবিএম মোশাররফ হোসেন, মুস্তাফিজুল ইসলাম মমুন। ধর্মঘটের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ সোলার তৈরি চাবি হাতে নিয়ে শত শত সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং ছাত্রলীগ কর্মীরা মিছিল সমাবেশ করেছে। ছাত্রলীগের সমাবেশে বক্তৃতা করেন বাহাদুর বেপারী, অজয় কর খোকন, কাজী এবাদত হোসেন, সুজিত রায় নন্দী, আশরাফুল আজিম রুবন, রফিকুল ইসলাম, সাইফুদ্দিন নাসির, বেগ শাহীন জাহান, একেএম আজিম প্রমুখ। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ক্যাম্পাস খুলে দেয়ার দাবি জানান।

### ঢাবি দু'শ' ২৬ শিক্ষকের উদ্বেগ প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল আহূত লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের কারণে বর্তমান অচল অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'শ' ১৬ জন শিক্ষক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গতকাল এক যৌথ বিবৃতিতে তারা বলেন, ২৯ জুলাই থেকে লাগাতার ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ বন্ধ আছে এবং বিভিন্ন বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে। চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষার্থীরা এক বছরেরও বেশি সময় পিছিয়ে পড়বে। বিবৃতিতে শিক্ষকবৃন্দ বলেন-জাতীয় রাজনীতিতে স্বাধীনতা বিরোধী, বাঙালী জাতিসত্তায় অবিশ্বাসী ও ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে রাজনৈতিক মহলের আশীর্বাদপুষ্ট ছাত্র সংগঠনটি ধর্মঘট আহ্বানের যে কারণ দেখিয়েছে সেগুলোর অধিকাংশ রাজনৈতিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত